"কৃষি খাতে বিশেষ প্রণোদনামূলক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম- ২য় পর্যায়"

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সৃষ্ট আর্থিক সংকট মোকাবেলায় দেশের কৃষি খাতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে, কৃষি কর্মকান্ড অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে কৃষির বিভিন্ন খাতসমূহে স্বল্প সুদে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রবাহ নিশ্চিত করা আবশ্যক। এ লক্ষ্যে, ইতিপূর্বে গৃহীত বিভিন্ন প্রণোদনামূলক পদক্ষেপের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কৃষি খাতের জন্য ৩,০০০.০০ (তিন হাজার) কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করা হয়েছে। অংশীদার ব্যাংক বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক উক্ত স্কিমের আওতায় অর্থায়ন করে যাচ্ছে।

স্কিমের নামঃ

"কৃষি খাতে বিশেষ প্রণোদনামূলক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (২য় পর্যায়)।"

তহবিলের উৎস ও পরিমানঃ

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল ৩০০০ (তিন হাজার) কোটি টাকা।

ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতাঃ

কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার আওতাভুক্ত খাতসমূহের সাথে জড়িত উদ্যোক্তা/কৃষকগণ উক্ত ঋণ প্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হবেন।

ঋণের খাতঃ

কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত শস্য ও ফসল খাতের আওতাভুক্ত দানা শস্য, অর্থকরী ফসল, শাক সবজি, কন্দাল ফসল (আমদানী বিকল্প ফসলসমূহ যথাঃ ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষে গ্রাহক পর্যায়ে ৪% সুদ হারে ঋণ বিতরণের পৃথক স্কিম চালু থাকায় এ খাত ব্যতীত), ফল ও ফুল চাষ, মৎস্য চাষ, পোল্ট্রি ও প্রাণিসম্পদ খাত, কৃষি ও সেচ যন্ত্রপাতি, বীজ উৎপাদন খাতসমূহে ঋণ বিতরণ করা যাবে।

সুদের হারঃ

কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে সুদ/মুনাফা হার হবে সর্বোচ্চ ৪% (সরল হারে)।

কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে ঋণসীমা ঃ

(ক) কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার আওতাভুক্ত খাতসমূহে বিতরণকৃত ঋণের বর্তমান গ্রহীতাদের মধ্য হতে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক/গ্রাহকগণকে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক নিজ ব্যাংক হতে প্রদত্ত বিদ্যমান ঋণ সুবিধার (Sanction limit) অতিরিক্ত ২০ শতাংশ পর্যন্ত ঋণ (সর্বোচ্চ ১০.০০ কোটি টাকা) এ স্কিমের আওতায় বিতরণ করতে পারবে।

(খ) নতুন কৃষক/গ্রাহকগণের ঋণের সর্বোচ্চ পরিমাণ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই এর ভিত্তিতে নির্ধারণপূর্বক এ স্কিমের আওতায় বিতরণ করতে পারবে।

(গ) ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষিদের অনুকূলে শস্য/ফসল চাষের জন্য এককভাবে জামানত বিহীন (শুধুমাত্র ফসল দায়বন্ধনের বিপরীতে) সর্বোচ্চ ২.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে।

জামানতঃ

(ক) ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষিদের অনুকূলে শস্য/ফসল চাষের জন্য এককভাবে জামানত বিহীন (শুধুমাত্র ফসল দায়বন্ধনের বিপরীতে) সর্বোচ্চ ২.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে।

(খ) গৃহস্থালি পর্যায়ে গাভী পালন, গরু মোটাতাজাকরণ খাতে ব্যক্তিগত গ্যারান্টির বিপরীতে ঋণ প্রদানে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

(গ) শস্য ও ফসল ঋণ ব্যতীত অন্যান্য খাতের ঋণসমূহের ক্ষেত্রে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কে ভিত্তিতে ন্যূনতম জামানত/সহায়ক জামানত গ্রহণ সাপেক্ষে ঋণ বিতরণ করা যাবে।

ঋণের মেয়াদঃ

কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে শস্য/ফসল খাতে বিতরণকৃত ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ১২ মাস। এছাড়া, অন্যান্য খাতে বিতরণকৃত ঋণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ন্যূনতম ৩ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ ১৮ মাস।

এসিডি-০২ (৩০০০.০০ কোটি টাকা) প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় সহজ শর্তে অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ তৈরি সম্ভব হলে তা একদিকে যেমন খাদ্য আমদানি হ্রাস পাবে অন্যদিকে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সৃষ্ট আর্থিক সংকট মোকাবেলায় দেশের কৃষি খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এছাড়া বিস্তারিত তথ্য ও সার্কুলারের জন্য এখানে ক্লিক করুন।